কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ডিএই, ঝিনাইদহ এর পরিচিতিঃ

ঝিনাইদহ শহর থেকে ৫কিঃমিঃ উত্তরে কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাশে নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত ডিএই'র প্রশিক্ষণ উইং এর আওতাধীন 'কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ। দেশের ১৬টি সরকারী কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটির পাশে রয়েছে একটি ছোট বাজার (আমতলা বাজার) এবং সাথেই রয়েছে তামান্না ফ্যামিলি পার্ক ও পিকনিক স্পট। শহরের কোলাহল হতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে রয়েছে শিক্ষার মনোরম পরিবেশ।

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহের জন্য ২০০৬ সালে জমি অধিগ্রহন করা হয় এবং ২০০৯ সালে প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মানের কাজ শুরু হয়। অধিগ্রহনকৃত ২১.৩৮ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির নির্মান কাজ শেষ হয় ৩০/০৬/২০১৩ খ্রি. তারিখে এবং পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ২০১৩ সালের ২৮ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৪ সালে রিভিজিটের পর কর্মকর্তাদের পদায়ন শুরু হয়। এখানে আছে একাডেমিক ভবন (তিন তলা) যেখানে ১০ টি ক্লাস রুম, ৫টি ল্যাবরেটরী কক্ষ, ১টি লাইব্রেরী কক্ষ, মিটিং ও কনফারেন্স রুম, প্রশিক্ষকদের কক্ষ। কৃষক প্রশিক্ষন ইউনিট হিসেবে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি তিনতলা ভবন আছে যেখানে কৃষক, কৃষিকর্মী, কৃষি কর্মকর্তা সহ আগ্রহী গ্রুপের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। ছাত্র হোস্টেল ও ছাত্রী হোস্টেলে ছাত্র- ছাত্রীর আবাসিক রুম ও ডাইনিং হল আছে। অধ্যক্ষের বাসভবন (দুই তলা), নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের জন্য আছে সাব স্টেশন ভবন, নিজস্ব মালামাল সংরক্ষনের জন্য গুদাম ঘর, কর্মচারীদের বসবাসের জন্য রয়েছে চার ইউনিটের একটি দোতলা ভবন এবং আবাসিক এলাকায় একটি সুগভীর পুকুর রয়েছে। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্ঠিটিউট, ঝিনাইদহ গত ৮/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন এবং ২৮/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কৃষি ডিপোমা কোর্সের ক্লাস শুরু হয়। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদ ৪ (চার) বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। এখানে শ্রেনীকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি বিষয় ভিত্তিক মাঠ পর্যায়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষক সমন্বয়ে পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের এই ব্যবহারিক কার্যক্রমের একটি বিশেষায়িত উদ্ভাবনী উদ্দোগের নাম ' শিখি-করি-খাই" (শি-ক-খা)। যেখানে শিক্ষার্থীগণ সকাল ৮.৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও মাঠের ব্যবহারিক কার্যক্রমে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে থাকে।

শিখি-করি-খাই কার্যক্রমের আওতায় চাষকৃত প্রায় ২২ একরের সমগ্র জমি দীর্ঘদিন C&B এর ইটভাটা পাথর, খানা খন্দে পরিপূর্ণ ছিল। যেখানে সেখানে বড় বড় পাথর, ইটের স্তুপ, বালি ও পাথরের

গাদা। যত্রতত্র আবর্জনা থাকায় সাপ সহ হিংস্র প্রাণির আবাস্থল ছিল এখানে। এরই মাঝে ২০১৪ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি সহ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে অধ্যক্ষের একটি বাসভবন সহ ০১ টি ছাত্রী নিবাস ও ০১টি ছাত্রাবাস এবং একাডেমিক ভবনসহ মূল গেট থেকে একাডেমিক ভবন পর্যন্ত ইট বিছানো একটি রাস্তা যার অধিকাংশ অংশ জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। একাডেমিক ভবন ও অধ্যক্ষের কক্ষসহ ছাত্র/ছাত্রী নিবাসে প্রায়ই সাপের উপদ্রবে উৎকণ্ঠিত থাকতো সবাই। এই অবস্থায় ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত পর পর ৩ জন অধ্যক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং এই ইনস্টিটিউটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় সম্মিলিত সবার প্রচেষ্টায় প্রায় ৪০ শতাংশ জায়গা পরিষ্কার করে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তিতে বাকি বিস্তীর্ণ জায়গা ও পুকুর সহ অন্যান্য জমির কিছু কিছু পূণরোদ্ধার করে মাঠ ব্যবহারিক ক্লাসের এবং শিখি করি-খাই এর বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যে সমগ্র পতিত জায়গা ও অনাবাদী জমিকে মোট ০৮ টি ভাগে বিভক্ত করে একেকটি ভাগকে আলাদা আলাদা একটি ইউনিট হিসাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।